শেষমেশ

শেষমেশ

তারাপদ রায়

সংস্কৃতি সংসদ

১/১২ রোল্যাণ্ড রোড, কলিকাতা-২০

প্রথম প্রকাশ

১৯৬২

প্রকাশক :

সংস্কৃতি সংসদ

১/১২, রোল্যাণ্ড রোড,

কলকাতা-২০

৪৮-২০২২

লেখিকা পরিচিতি,

প্রচ্ছদ ব্লক ও মুদ্রণ :

দি রেডিয়েন্ট প্রসেস

৬ এ. এস. এন. ব্যানার্জী রোড

কলিকাতা—১৩

মুদ্রক :

সুমুদ্রণ

১৪. রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট

কলিকাতা—৯

উৎসর্গ

মধুশ্রী ও বিশ্বজিৎকে—

সূচি

অবতরণিকা

সৈয়দ মুজতবা আলি লিখেছিলেন, 'তামাম শুদ'। তার মানে শেষ বা সমাপ্ত, ইংরেজিতে যাকে বলে 'দি এন্ড', নাটকের ভাষায় যবনিকা পতন।

আমার ক্ষেত্রে কিন্তু শেষ নয় অশেষ। শেষমেশ। এই শেষমেশ শব্দটি অভিধানকারেরা এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু এর একটা মানে আছে, শেষমেশ ঠিক শেষ নয়, কথাটার মধ্যে শ্লেষের ভাব আছে, যেমন 'শেষমেশ রমলা বাপের বয়সী বুড়োটাকে বিয়ে করল?' কিংবা 'শেষমেশ পালিয়ে গেল'। পুরো শেষ নয়, কিঞ্চিৎ অপূর্ণতাও রয়েছে, তীরে এসে তরী ডোবার মত বেশ আকস্মিকতা জড়িত। ছোটবেলায় মফস্বল শহরে দেখেছি, দিনের পর দিন একটা সিনেমার হ্যান্ডবিল বিলানো হচ্ছে, তাতে প্রতিদিনই লেখা, 'অদ্য শেষ রজনী'। আমার নিজের অবস্থাও প্রায় তাই দাঁড়িয়েছে। একটা করে ধারাবাহিক রচনামালা সমাপ্ত হয় আর প্রতিজ্ঞা করি এই শেষ, আর ইয়ার্কি নয়, এবার কাগজ কলম তুলে রেখে গঙ্গাজলে হাত ধুয়ে ফেলব। সরল চিত্তে শেষ বইটার নামই দিলাম 'শোধবোধ'। কিন্তু কই শোধবোধ তো হল না। শেষমেশ-এ যে কী করছি কী জানি।

আমার এক বন্ধুর মেয়ের বিয়েতে নিমন্ত্রণ ছিল। সেদিন লগনসা না কী বলে তার পালা, সারা শহর জুড়ে বিয়ে আর বিয়ে। আমার মত অসামাজিক লোকেরই তিন জায়গায় তিনটে নেমতন্ন।

বিকেল থাকতে বেরিয়ে পড়েছিলাম। দমদম আর গড়িয়ায় দুটো নেমতন্ন সেরে রাত সাড়ে নটা নাগাদ চেতলায় বন্ধুর বাড়িতে পৌঁছলাম। গিয়ে দেখি হইহই কাণ্ড। ষাটটা চেয়ারে শ তিনেক লোক খেতে বসার জন্যে হানাহানি